হারানো শৈশব

BSAF

এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পাধীন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার বর্ষ : ১, সংখ্যা : ৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬

সম্পাদকীয়

এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয় জানুয়ারি ২০১৬ মাসে। ৫টি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত কনসোর্টিয়ামে জানুয়ারি ২০১৭ থেকে সংস্থার সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়াবে ৩টিতে। উদ্দীপন, ভার্ক ও বিএসএএফ কনসোর্টিয়ামের অন্তর্ভূক্ত থাকবে। ~~বর্তমানে সংস্থার সংখ্যা ৩টি। উদ্দীপন, ভার্ক ও বিএসএএফ এমূহূর্তে কনসোর্টিয়ামের অন্তর্ভূক্ত।~~ প্রকল্পের কিছু কাঠামোগত ও কর্মসূচিগত পরিবর্তনও ইতোমধ্যে ঘটেছে। যেমন: পিসিএল পদটি জানুয়ারি ২০১৭ এর মাঝামাঝি সময় থেকে বিলুপ্ত হবে, ত্রৈমাসিক এই নিউজলেটারটি জানুয়ারি ২০১৭ থেকে প্রকাশিত হবে সান্মাসিক ভিত্তিতে...। তবে এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রকল্প কার্যক্রমের গুনগত পরিবর্তন তেমন একটা হবে না আশা করা যায়।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ)

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৬

"থাকবে শিশু সবার মাঝে ভালো, দেশ-সমাজ পরিবারে জ্বালবে আশার আলো" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ০৫ অক্টোবর বাংলাদেশে শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০১৬ পালন করা হয়। ২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ), শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চত্বরে শিশু সমাবেশ করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় এবছরও বিএসএএফ, শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে দাতা সংস্থা টেরে ডেস হোমস

নেদারল্যান্ডস, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, এডুকো, এস ও এস আন্তর্জাতিক শিশু পল্লী বাংলাদেশ এবং শাপলা নীড় এর সহযোগিতায় ০৩ অক্টোবর ২০১৬, সোমবার বাংলাদেশ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে পাঁচ শতাধিক শিশুর সমাবেশ, আলোচনা অনুষ্ঠান, এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা ও শিশু বিষয়ক প্রকাশনা বা উপকরণের প্রদর্শণীর আয়োজন করে।

অপশনাল প্রটোকল ৩ অনুস্বাক্ষর বিষয়ক জাতীয় সেমিনার

বাংলাদেশে শিশু অধিকার রক্ষায় চলমান শিশু পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন শক্তিশালী প্রতিরোধ-প্রতিকার কাঠামো এবং কার্যকর অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে যোগাযোগ প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের অপশনাল প্রটোকল ৩ এর অনুস্বাক্ষর শিশুদের জন্য আরো বৃহত্তর সুযোগ তৈরি করবে। যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিশুরা তাদের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রয়োজনীয় সুরাহা না পেলে জাতিসংঘের শিশু অধিকার কমিটিতে অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ পাবে।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে চলমান শিশু অধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে দাতা সংস্থা টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এবং এসওএস আন্তর্জাতিক শিশু পল্লী বাংলাদেশ এর সহায়তায় বিএসএএফ ১৮ ডিসেম্বর ঢাকায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে "বাংলাদেশে শিশু সুরক্ষা পরিস্থিতি: অপশনাল প্রটোকল ৩ অনুস্বাক্ষর এর গুরুত্ব" বিষয়ক এক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করে।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ শাখার মহাপরিচালক সাদিয়া ফয়জুন্নেসা, টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডসের কান্ট্রি ডিরেক্টর মাহমুদুল কবীর এবং এসওএস আন্তর্জাতিক শিশু পল্লী বাংলাদেশ এর ন্যাশনাল ডিরেক্টর গোলাম আহমেদ ইসহাক। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেভ দি চিলড্র্যান ইন বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে মামুনুর রশিদ। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারপারসন মো. এমরানুল হক চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ শাখার মহাপরিচালক সাদিয়া ফয়জুন্নেসা বলেন,

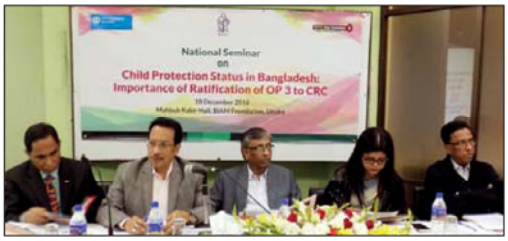

BSAF SEEP VERC UDDIPAN

বাংলাদেশ শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থের কথা মাথায় রেখে ঐচ্ছিক প্রটোকল ১ এবং ২ অনুসাক্ষর করেছে। সুতরাং গুরুত্ব বিবেচনায় সময় হলে বাংলাদেশ ঐচ্ছিক প্রটোকল ৩ অনুসাক্ষরের বিষয়টিও বিবেচনা করবে। কিন্তু ঐচ্ছিক প্রটোকল ৩ অনুসাক্ষরের আগে সরকারের নিজেদের মধ্যে জনমত গঠন এবং আমাদের নিজেদের কাঠামো গুলোকে শক্তিশালী করতে হবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক বাল্য বিয়ে নিয়ে বলেন, ১৮ বছরের নিচে বিশেষ বিবেচনায় বিয়ের যে প্রস্তাবনা মন্ত্রীসভায় অনুমোদন হয়েছে সেটা বাল্য বিবাহ নির্মূলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে। দুষ্ট লোকেরা এর সুযোগ নিতে পারে এবং বাল্য বিবাহের হার বেড়ে যেতে পারে বলে তিনি আশংকা ব্যক্ত করেন।

শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরামের সদস্যদের মাঠ পরিদর্শন

বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের তথা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষনের নিমিত্তে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত পাথরের কোয়ারি গুলোতে সাংবাদিক ফোরামের সদস্যদের মাঠ পরিদর্শনর আয়োজন করে। সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন/ফিচার তৈরি করার জন্য সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন এর সমন্বয়ে ৮জন সদস্য ০২-০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং এবং বিছানাকান্দি এলাকায় অবস্থিত পাথরের কোয়ারিগুলো পরিদর্শন করে।

উক্ত মাঠ পরিদর্শন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, নিউ এইজ, ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকা এবং এটিএন নিউজ ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের ৭ জন সাংবাদিক। মাঠ পরিদর্শনে অংশ নিয়ে সাংবাদিকগণ শিশুশ্রম এর ব্যাপারে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং পাথরের কোয়ারি গুলোতে শিশুশ্রম এর উপর সিরিজ প্রতিবেদন/ফিচার তৈরি করেন যা তাদের নিজ নিজ পত্রিকায়/টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয়। উক্ত কর্মসূচিটি সার্বিকভাবে ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় করেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের প্রোগ্রাম অফিসার আজমী আক্তার।

বাংলাদেশে শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০১৬

শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০১৬ (জানুয়ারি - ডিসেম্বর) এই ১২ মাসের জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সংবাদ পর্যালোচনা করে দেখা যায় মোট ৩৫৮৯টি শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে যাদের মধ্যে ১৪৪১টি শিশু অপমৃত্যুর শিকার হয়েছে এবং ৬৮৬টি শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে শিশু হত্যা কিছুটা (৯.২৫%) কমলেও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে বাবা-মায়ের হাতে শিশু হত্যা (৫৭.৫%)। ২০১৬ সালে ৬৪টি শিশু-বাবা মায়ের হাতে নিহত হয় অর্থাৎ গড়ে প্রতিমাসে অন্তত ৫টি শিশু বাবা-মায়ের নির্মমতায় প্রাণ হারায়। সেই সাথে বেড়েছে স্কুলগামী কিশোরীদের প্রতি বখাটেদের অত্যাচার- মারধর। বখাটেদের প্রেম/বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং প্রতিবাদ করায় হামলা, মারধর ও লাঞ্ছনার শিকার অনেকেই মারাত্মক জখম হয়েছে এবং হুমকিতে বিদ্যালয়ে গমন সাময়িক বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে অনেক মেয়ে শিশু। শারীরিক নির্যাতন যেমন চুরির অপরাধে পিটিয়ে নির্যাতন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিটিয়ে নির্যাতন বেড়েছে আশংকাজনক হারে।

২০১৫ সালে মোট ৫২১২টি শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল সে অর্থে ২০১৬ সালে সামগ্রিকভাবে শিশু নির্যাতন কমেছে ৩১.১৪%। ২০১৬ সালে হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণসহ সামগ্রিকভাবে শিশু নির্যাতনের সংখ্যা ২০১৫ সালের তুলনায় কিছুটা কমলেও বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম মনে করে, গড়ে মাসে ২০টির অধিক শিশু হত্যা এবং ৩০টির বেশি শিশু ধর্ষণের ঘটনা জাতীয় দৈনিকে এসেছে যা কোনভাবেই স্বাভাবিক পরিস্থিতি হয়।

১০টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সংবাদ এর ভিত্তিতে বিএসএএফ এর পর্যালোচনা অনুযায়ী, ২০১৬ সালের শিশু নির্যাতনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো ২০১৫ সালের সাথে তুলনামূলক চিত্র দেয়া হল:

#	শিশু নির্যাতনের ধরণ	২০১৫	২০১৬	হ্রাস/বৃদ্ধি
০১	হত্যা	২৯২	২৬৫	-৯.২৫%
০২	বাবা-মায়ের হাতে শিশু হত্যা	৪০	৬৪	৫৭.৫%
০৩	আত্মহত্যা	২২৮	১৪৯	-৩৫%
০৪	সড়ক দুর্ঘটনা	৪৮০	২৫২	-৪৭.৫০%
০৫	পানিতে ডুবে নিহত	৪২৩	৩৫২	-১৭%
০৬	শিশু ধর্ষণ	৫২১	৪৪৬	-১৪.৪০%
০৭	শিশু গণধর্ষণ	৯৯	৬৮	-৩১.৩১%
০৮	অপহরণ	২৪৩	১৮৩	-২৪.৬৯%
৯	মুক্তিপণের জন্য হত্যা	৪০	১৭	-৫৭.৫০%
১০	নিখোঁজ	১৩৬	১৩৩	-২.২১%
১১	নিখোঁজ শিশুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া	৬৭	৪৭	-২৯.৮৫%
১২	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের দ্বারা শাস্তি/নির্যাতনের শিকার	২১৯	২৬৩	২০.০৯%
১৩	রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত	২৫	৪	-৮৪.০০%
১৪	রাজনৈতিক সহিংসতায় আহত	৭৬	৭	-৯০.৭৯%
১৫	পিটিয়ে নির্যাতন	৯০	১০৬	১৮%

সামগ্রিকভাবে শিশু নির্যাতন কিছুটা হ্রাস পাওয়ার কারন মূলত সামাজিক সচেতনতা, প্রতিবাদ করার প্রবণতা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তৎপরতা কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়া। তবে বিচারহীনতা এবং বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা অব্যাহত রয়েছে আগের মতই। ২০১৬ সালে ৩৬টি শিশু হত্যা, ২৫টি শিশু ধর্ষণ, ৩টি শিশু অপহরণ এবং ১টি শিশুর উপর অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনার মামলার রায় হয়েছে যার মধ্যে ২-৩টি ঘটনা ছাড়া বাকি সবগুলো ঘটনা ঘটেছিল ২০১০-২০১৪ সময়কালে বা তারও আগে।

বন্ধ হবে শিশুশ্রম, থাকে যদি সচল ইসিডি কার্যক্রম

হাজারীবাগ, ঢাকা ও কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জের ১৫টি ইসিডি কেন্দ্রে এখন ৪৫৮ জন শিশু নিয়মিত বিকাশের পরিচর্যা শেষে সকল শিশুকে স্থানীয় বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ভর্তি চুড়ান্ত করা হয়েছে। রিপোর্টিং সময়ে এই শিশুদের মাসিক উপস্থিতি ৯২%। বয়স অনুপাতে সঠিক ওজন উচ্চতার মধ্যে আছে ১০% যা বছরের শুরুতে ছিল ৩%। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬'র মধ্যে মোট ৪৫টি (শিশু যত্ন ও লালন পালন বিষয়ে) প্যারেন্টিং সেশন হয়েছে, যাতে গড়ে প্রতি মাসে ২৯২ জন পিতামাতা উপস্থিত ছিলেন। পূর্বে মেইনষ্ট্রিম হওয়া শিশু সহ বছরের শুরুতে যে শিশুদের বিভিন্ন ফরমাল স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে তাদেরকে নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে। এছাড়া ২টি কর্ম এলাকায়ই শিক্ষকদের নিয়ে ৩ টি করে মাসিক রিফ্রেশার্স ট্রেনিং হয়েছে; যাতে ক্লাশ পরিচালনা, মাসিক টার্গেট ও বিকাশের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

শ্রম থেকে মুক্তি পাই, সিপ স্কুলে যখন যাই

১৩টি এনএফই কেন্দ্রে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এখন ৩০৯ জন শ্রমে নিয়োজিত শিশু নিয়মিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অন্যান্য পরিচর্যা পেয়েছে।এদের মধ্যে ১ম শ্রেণিতে ১৫৩ জন, ২য় শ্রেণিতে ৬৯ জন, ৩য় শ্রেণিতে ৫৮ জন এবং ৪র্থ শ্রেণিতে ২৯ জন শিশু নিয়মিত স্কুলে এসেছে। এই শিশুদের মাসিক উপস্থিতির হার ৮৬%। এই সময়ে মোট ২৬১ জন শিশুকে শ্রম থেকে সরিয়ে এনে মূলধারার শিক্ষার সাথে যুক্ত করার বিষটি চুড়ান্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩৯টি প্যারেন্টিং

সেশন হয়েছে, যাতে গড়ে প্রতি মাসে ১৫৫ জন শিশু শ্রমিকের পিতামাতা উপস্থিত ছিলেন। ২টি কর্ম এলাকায়ই শিক্ষকদের নিয়ে ২ টি করে মাসিক রিফ্রেশার্স ট্রেনিং হয়েছে; যাতে ক্লাশ পরিচালনা, মাসিক টার্গেট ও শিশু শ্রমিকদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

আমরা সবাই মুক্ত পাখি, শিশু ক্লাবে যখন থাকি

প্রকল্পের হাজারীবাগ ঢাকা ও কুতুবপুর নারায়ণগঞ্জে ২টি কর্ম এলাকায় ১টি করে মোট ২টি সিএলও পরিচালিত হচ্ছে। ২টি সিএলও -তে মোট ৩১২ জন শিশু সদস্য রয়েছে। এই সময়ে সিএলও শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে ৩টি মিটিং হয়েছে।

সিএলও ট্রেনিং

কুতুবপুরের সিএলও শিশুদের মধ্যে শিশু অধিকার, অংশগ্রহণ, সহায়তা ও জীবন দক্ষতা বিষয়ে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। যাতে মোট ২৪ জন শিশু অংশগ্রহণ করে।

প্রশিক্ষণ শেষে শিশুদের মাঝে সিএলও 'র কাজের প্রতি আগ্রহ এবং উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তারা বিভিন্ন বিষয়ে আগের চেয়ে বেশী সচেতন এবং গোছানো। প্রশিক্ষণের পরেই শিশুরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা শিশু অধিকারের, বিশেষ করে শিশু শ্রমের কুফল তুলে ধরে এলাকার বিভিন্ন স্থানে টিএফডি নাটক করবে।

কাজ নয়, খেলতে চাই

হাজারীবাগের ও কুতুবপুরের সিএলও শিশুরা লুডু, ক্যারাম, দাবা, ফুটবল, ক্রিকেট (ছেলে ও মেয়েদের আলাদা দু'টি) খেলার/প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বিভিন্ন খেলায় মোট ৩৩১ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। হক ট্যানারীর স্বত্তাধিকারি মো. রাশেদুল হক, ঠোকাই সমিতির সভাপতি মো. আবুল হাসেম, সেভার সমিতির চেয়ারম্যান মো. শহিদুল্লা মোল্লা, হাজারীবাগের ৩নং কেন্দ্রের এসএমসি'র সভাপতি ও সিপিএমসি কর্মেটির সদস্য হাজী মো. খাঁন জাহান আলী, মান্নান এ্যালুমিনিয়াম এর স্বত্তাধিকারি মো. মান্নান এবং কুতুবপুর সিপিএমসি কমিটির সদস্য মো. বাবুল চৌধুরী বিভিন্ন খেলার বিজয়ীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন।

মা-বাবা কাজ করি, শিশুশ্রম মুক্ত দেশ গড়ি

কর্ম এলাকায় শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষে শিশুদের মা-বাবার মধ্যে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এর আওতায় ৭৫টি গ্রুপে ১৬৭৭ জন সদস্যর মধ্যে ৪৭৮ জনকে সর্বমোট ২৩০৩৯০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যার মাধ্যমে পরিবারগুলি আত্মকর্মসংস্থান মূলক কাজ করে স্বাবলম্বি হওয়ার চেষ্টা করছে।

শিশুর শোষণ-নির্যাতন হবে হ্রাস, সচেতন হলে আমরা আজ

- সিএলও শিশুরা কর্ম এলাকার সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি মনেস্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও সচেতনতা মূলক সিনেমা প্রদর্শনীর আয়োজন করে।
- শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে কর্ম এলাকায় ২টি ছবি প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে হাজারীবাগের সিএলও শিশুরা।
- শিশু শ্রমের কুফল, ইভটিজিং, বাল্য বিবাহ বন্ধের লক্ষে ১টি টিএফডি শো করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কর্ম এলাকার বিভিন্ন স্তরের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- হাজারীবাগ ও কুতুবপুরের সিএলও শিশুরা শিশু শ্রমের কুফল, ইভটিজিং, বাল্য বিবাহ বন্ধের লক্ষে বিভিন্ন সময়ে ২টি র‍্যালির আয়োজন করেছে।

হাজারীবাগ থানার শিশু বান্ধব পুলিশ অফিসার মো. আকবর হোসেন ও ট্যানারী ওয়ার্কার ইউনিয়ানের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আক্তার হোসেন র‍্যালির উদ্বোধন এবং অংশগ্রহণ করেন। অন্য দিকে কুতুবপুরে সাংবাদিক মোখলেসুর রহমান তুতা এবং সিপিএমসি'র সদস্যরা উদ্বোধন করেন। নারায়নগঞ্জের স্থানীয় ৫টি পত্রিকায় এই র‍্যালির ছবি এবং সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সভা বা মিটিং করি, শিশুর সুন্দর জীবন গড়ি

হাজারীবাগ গজমহল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে ১টি সভার আয়োজন করা হয়।এতে মোট ১৪ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। মিটিং এ শিক্ষকরা শ্রমজীবী শিশুদের ফরমাল স্কুলে ভর্তি করা এবং বিশেষ যত্ন নেয়ার বিষয়ে একমত হন।

- শিশুদের নিয়োগকর্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে কর্ম এলাকায় ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৫৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তারা সকলেই কর্মস্থলে শিশুদের শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের ব্যাপারে সচেতন থাকবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
- শিশু সুরক্ষা মনিটরিং বিষয়ক কমিটির সদস্যদের নিয়ে কর্ম এলাকায় ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সদস্যগণ নিজ এলাকার শিশুদের সুরক্ষার জন্য সিপের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন এবং শিশুদের পাশে থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেন।

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

কারিগরি বৃত্তিমূলক সার্টিফিকেট সমাপনী তত্ত্বীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

এস এস এস-টিভিইটি টাংগাইল সেন্টারে বিগত ২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীন ২০১৬ সালের কারিগরি বৃত্তিমূলক সার্টিফিকেট জাতীয় দক্ষতামান-৩ সমাপনী তত্ত্বীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাপনী পরীক্ষায় অটোমোটিভ ট্রেডের ১২ জন, ওয়েল্ডিং ট্রেডের ১২ জন, রেফ্রিজারেশন ট্রেডের ১৪ জন এবং সিভিল কনষ্ট্রাকশন ট্রেডের ১৩ জনসহ মোট ৫১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত সমাপনী পরীক্ষায় ২য় ধাপে কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের সময়সূচী অনুযায়ী ২৮ ডিসেম্বর ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় পরীক্ষায় আগত সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা, বিদ্যমান এস এস এস টিভিইটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে অবহিত হয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অতিথিগণ এহেন সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া সন্তানদের জন্য দাতা সংস্থা টিডিএইচ - নেদারল্যান্ডস এর সহায়তা প্রদান এবং কারিগরি শিক্ষায় এস এস এস এর উদ্দ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অভ্যন্তরীন চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

এস এস এস - টিভিইটি টাংগাইল কর্তৃক বাস্তবায়িত ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এ ২০১৬ সনের প্রশিক্ষণার্থীদের অভ্যন্তরীন চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল গত ২০ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় মোট ৭১ জন ছাত্র-ছাত্রী ৫টি ট্রেডে যেমন: অটোমোবাইল এন্ড মেকানিক্যাল এ ১৩জন, ওয়েল্ডিং এন্ড মেশিনিষ্ট ট্রেডে ১৪জন, ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে ১৫জন, রেফ্রিজারেশন এন্ড এসি ট্রেডে ১৫জন এবং প্লাম্বিং এন্ড কনষ্ট্রাকশন ট্রেডে ১৪জন বিভিন্ন গ্রেডে পাশ করেছে। ৭১ জন ছাত্র-ছাত্রীর গ্রেড অনুযায়ী ফলাফল হচ্ছে: ২৬জন A^+, ৩২জন A, ৭জন A^-, ৬জন B^+ পয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ইন্ডাষ্ট্রী ও কারখানায় ৫৫জনের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে তারা উপার্জন করে নিজ নিজ পরিবারে সহায়তা করা শুরু করেছে।

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পূনর্মিলনী সভা

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীগণ যারা বিগত ২০১২ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে এস এস এস টিভিইটি হতে প্রশিক্ষণান্তে বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক শিল্প কারখানায় ও ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে - তাদেরকে টিভিইটি ক্যাম্পাসে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক অভিজ্ঞতা বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময় সভায় ২৪ জন প্রাক্তন গ্র্যাজুয়েট (কর্মরত) ও ৭১ জন চলমান প্রশিক্ষণার্থী এবং সকল প্রশিক্ষকবৃন্দ, টিভিইটি প্রিন্সিপাল ও প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীগণ নিজ নিজ

ইন্ডাষ্ট্রিজে যেমন: ওয়াল্টন, প্রাণ-আরএফএল এর মত স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান চাকুরীর সুযোগ সুবিধা, কাজের অভিজ্ঞতা, কাজের ধরন, সর্বোপরি চাকুরীর প্রস্তুতি গ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শমূলক বক্তব্য রাখেন। এর ফলে বর্তমান প্রশিক্ষণার্থীগণ উৎসাহিত হন এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন, যাতে তাদের পথ অনুসরণ করে ভবিষ্যতে নিজের কর্মসংস্থানের আয়োজনে নিজেরাই ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য, বিগত ৪ বছরে প্রাক্তন গ্র্যাজুয়েটদের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন: চাকুরী ও ব্যবসা সংক্রান্ত কর্মসংস্থানের হার ৮৬% এর অধিক অর্জিত হয়েছে। সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের এই সন্তানেরা অতি অল্প সময়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে উপার্জন করতে সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং নিজ পরিবারকে ইতোমধ্যেই আর্থিক সহায়তা প্রদান শুরু করেছে।

উপকারভোগী-অভিভাবকদের জন্য অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

টিভিইটি কর্মসূচী সংক্রান্ত উপকারভোগী - অভিভাবকদের জন্য একটি অবহিতকরণ সভা গত ২৫অক্টোবর অনুষ্টিত হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে মোট ১৭টি সভার একটি অত্র এস এস এস মাইক্রোক্রেডিট অফিস ধনবাড়ি শাখায় আয়োজন করা হয়। উক্ত টিভিইটি বিষয়ক অবহিতকরণ সভায় ২৫ জন উপকারভোগী অভিভাবক সদস্য, শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সমাজের স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিগণও উপস্থিত হয়ে আলোচনায়

অংশগ্রহণ করেন। এস এস এস টিভিইটি প্রকল্পের প্রিন্সিপাল প্রকল্পের বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা, প্রশিক্ষণের মান, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও তাদের সন্তানদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা পালন, জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করেন।

আলোচনায় প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে উপস্থিত সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। তাদের বক্তব্যে টিভিইটিতে বিদ্যমান সুবিধাগুলো তাদের নিজের ও প্রতিবেশীদের সন্তানের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টির কথা ব্যক্ত করেন। আলোচকগণ দাতা সংস্থা ও এস এস এস এর এই উদ্যোগের জন্য তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডোমেষ্টিক চাইল্ড এডুকেশন সেন্টার এর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

এসএসএস পরিচালিত ডোমেষ্টিক চাইল্ড এডুকেশন সেন্টার এর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিনটি গ্রুপে মোট ২০০ জন শিক্ষার্থী ১৮টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার

বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস এর শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির পরিচালক আবদুল লতীফ মিয়া ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্প সমন্বয়কারী মোহাম্মদ জোবায়ের ও এসএসএস পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মো: বশির উদ্দিন। বর্ণাঢ্য এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে শিশুদের বর্ণাঢ্য র‍্যালী

২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর ২০১৬ পালন করা হয় শিশু অধিকার সপ্তাহ। এ উপলক্ষে ডোমেষ্টিক চাইল্ড এডুকেশন সেন্টার আয়োজন করে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী। ২ অক্টোবর আয়োজিত র‍্যালীটি শহরের পৌর উদ্যান থেকে শুরু করে প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে আবার পৌর উদ্যানে এসে শেষ

হয়। র‍্যালীতে রং বেরঙের পোষ্টার, ফেস্টুন, ব্যানার, জাতীয় পতাকা হাতে শিশুরা অংশগ্রহন করে। র‍্যালীতে ২০০ জন শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষিকাবৃন্দ, সিপিএমসি সদস্যবৃন্দ, শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ, স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি এসএসএস এর

পরিচালক আবদুল লতীফ মিয়া, প্রকল্প সমন্বয়কারী মোহাম্মদ জোবায়ের, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এ কে এম মাহবুবুল হক, আউটরিচ ওয়ার্কার দূর্গা দত্তসহ সকল কর্মকর্তা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০১৬

শিশুর শরীর গঠন,একে অন্যের প্রতি সম্প্রীতি গড়ে তোলা, শিশুদের ধৈর্য্যশীল হতে সহায়তা করা এবং শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৪ হতে ২৬ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সাভারের বিভিন্ন স্থানে শিশুদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সাভারের হেমায়েতপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, রাজফুলবাড়ীয়া নদীরপাড় মাঠ, ব্যাংক টাউন বিজেসি মাঠ, উপজেলা পরিষদ মাঠ, মডেল কলেজ মাঠ, মিয়া মিল মাঠ, নিউ আইডিয়াল স্কুল মাঠ, নিরিবিলি বসতি মাঠ, সাব্বির ইন্টারন্যাশনাল স্কুল মাঠে এসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ৩০০ জন শিশুর মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম মুক্ত সাভার উপজেলা শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৫ নভেম্বর ২০১৬ সাভার উপজেলার গেন্ডা'র পুকুর পাড় (বালুর মাঠ) এ শিশুশ্রম নিরসন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত ঝুকিপূর্ণ শিশুশ্রম মুক্ত সাভার উপজেলা রূপায়ন শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানের আয়োজন করে ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক), অগ্রগামী শিশু পরিষদ এবং সাভার উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি। ঝুকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুর জন্য নিরাপদ কর্ম পরিবেশ

তৈরী, কর্ম ঘন্টা কমানো, ন্যায্য বেতন, লেখাপড়া ও বিনোদনের সুযোগ তৈরীর জন্য পিতা-মাতা, অভিভাবক এবং প্রতিষ্ঠানের মালিকদের শিশু অধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর মাধ্যমে তাদের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন এর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-১৯ এর মাননীয় সংসদ সদস্য ডা. মো. এনামুর রহমান।

সিএলও সদস্যদের শিশু অধিকার বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

গত ২১ অক্টোবর হতে ১১ নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সাভারের সিএলও সদস্যদের শিশু অধিকার বিষয়ক ১০টি ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হয়। ওরিয়েন্টেশনের বিষয় ছিল- শিশু অধিকার কি, শিশু অধিকারের নীতিমালা, শিশু অধিকারের গুচ্ছ, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং সিএলও কি এবং এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম। যেসব সিএলও কে

ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হয় সেগুলো হলো- আনন্দপুর সিএলও, হেমায়েতপুর সিএলও, তালবাগ সিএলও, গাজিরচট সিএলও, মজিদপুর সিএলও, ডগরমোড়া সিএলও। ওরিয়েন্টেশন এ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ২৮৪ জন (মেয়ে-১৪৯, ছেলে-১৩৫)।

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০১২-২০১৬ বাস্তবায়ন শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ সাভার প্রেসক্লাবে শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি ও ভার্কের যৌথ উদ্যোগে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০১২-২০১৬ বাস্তবায়ন শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন সাভার

প্রেসক্লাবের সভাপতি তুহীন খান এর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাভার প্রেস ক্লাব এর সম্পাদক ও ৭১ টেলিভিশনের সাংবাদিক মিঠুন সরকার; সাভার উপজেলা শিশু অধিকার ভিত্তিক সাংবাদিক ফোরাম এর আহ্বায়ক তায়েফুর রহমান এবং রোকেয়া হক, সভানেতী, উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি, সাভার।

সিপিএমসি এবং সিএলও সদসদের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্প এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এক এলাকার অভিজ্ঞতা অন্য এলাকার অভিজ্ঞতার সাথে মিলানো। পাশাপাশি কার্যক্রম বাস্তবায়নে নতুন কর্ম-পদ্ধতি ও কৌশল জেনে নিজ এলাকার কার্যক্রমে এর প্রতিফলন ঘটানো, যা প্রকল্পের কাজকে ত্বরান্বিত করবে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৭ নভেম্বর সাভার সিপিএমসি ও সিএলও'র ২০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সীপ এর কর্মএলাকা ঢাকার হাজারীবাগ ট্যানারী শিল্পে কর্মরত শিশু ও সামাজিক সংগঠন সিপিএমসি'র সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে।

উদ্দেশ্য

- পরিদর্শনকৃত এলাকার শিশুরা কিভাবে কাজ করছে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন
- শিশুরা কী ধরনের কাজ করছে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময়
- সংশ্লিষ্ট দায়িত্ববাহকদের ভূমিকা সম্পর্কে জানা
- নিজ এলাকায় শিশুদের অধিকার আদায়ের কৌশল সম্পর্কে জানা ও কাজে প্রতিফলন ঘটানো।

পরিদর্শনের ক্ষেত্র

- শিশুর ফ্যাসিলিটেশন এবং অংশগ্রহন
- শিশু অধিকার ভিত্তিক প্রোগ্রামের প্রক্রিয়া
- শিশু অধিকার ভিত্তিক প্রোগ্রামে কমিউনিটির ভূমিকা

ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস ফর প্রোগ্রামড এ্যাকশনস (উদ্দীপন)

স্টেকহোল্ডার মিটিং : গত ১৮অক্টোবর উদ্দীপন টিভেট সেন্টার, একটি স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট এ্যান্ড ফলোআপ মিটিং এর আয়োজন করে। সভায় বিভিন্ন সমাজ/পাড়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং কমিউনিটি লিডারগণ সহ বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন। ইপসা, টিএমএসএস, কারিতাস, ব্র্যাক, আইডিএফ, নওজোয়ান, স্কাস, ইউসেপ, নিট এর প্রতিনিধিগণ সভায় মতবিনিময় করেন। শিক্ষার উন্নতি, ছাত্র-ছাত্রীদের কারিগরি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও চাকুরির ব্যাপারে উৎসাহিত করা এবং প্রত্যেক এলাকায় টিভেট এর ভর্তির প্রচারণা ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ মতবিনিময় করেন।

অভিভাবক মতবিনিময় সভা : উদ্দীপন টিভেট সেন্টার ১৩ হতে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ টি ট্রেডের (ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফ্রেবিকেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার) চলমান শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের নিয়ে পাঁচটি অভিভাবক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। উক্ত মতবিনিময় সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি, আচার আচারণ, স্বাস্থসেবা নিশ্চিতকরন, অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরীর ব্যাপারে উৎসাহিত করার বিভিন্ন দিক নিয়ে

আলোচনা করা হয়। এব্যাপারে অভিভাবকগণ তাদের নিজ নিজ সন্তানদের চাকুরীর ব্যাপারে বিভিন্ন ফেক্টরী বা ইন্ডাষ্ট্রিতে নিয়মিত যোগাযোগ করবেন ও খোঁজখবর রাখবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

শিক্ষার্থী ভর্তি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফেব্রিকেশন তিনটি ট্রেডে ৫ম ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তি প্রচারণা ১ অক্টোবর থেকে শুরু হয়। ৩১ ডিসেম্বর ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে। ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এখনও প্রত্যেক ট্রেডেই আসন খালি আছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই তা পূরণ করা হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

মূল্যায়ন পরীক্ষা : গত ২১ হতে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ টি ট্রেডের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফেব্রিকেশন ট্রেড তিনটির চুড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার ট্রেড দুইটির ১ম সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়।

ইন্টার্ণশীপ : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফেব্রিকেশন ট্রেড তিনটির ৯ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স চুড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত ট্রেড তিনটির ইন্ডাষ্ট্রিতে ইন্টার্ণশীপ দেওয়ার ব্যাপারে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৭ এর ১ম সপ্তাহের মধ্যে ০৭টি প্রতিষ্ঠানে উল্লেখিত ০৩টি ট্রেড কোর্সে ৪১জন শিক্ষার্থী তাদের ইন্টার্ণশীপ শুরু করবে আশা করা যায়।

নেটওয়ার্কিং মিটিং : ০৫ ও ২৮ ডিসেম্বর বিভিন্ন সমাজ/পাড়া কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক এবং কমিউনিটি লিডারসহ বিভিন্ন এনজিও

প্রতিনিধিদের নিয়ে দুইটি নেটওয়ার্কিং মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভাটিতে ৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুদ্দিন খালেদ সাইফু এবং ২য় সভাটিতে বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং গাজী ওয়্যারস এর প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস বি এম জান-ই-আলম প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। টিভেট কার্যক্রমকে কমিউনিটিতে প্রচার করা এবং ভর্তি প্রক্রিয়ায় সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই ছিল নেটওয়ার্কিং মিটিং এর উদ্দেশ্য। উদ্দীপন টিভেট প্রধান এবং সহকারি পরিচালক ড.এস এম শহীদুল্লাহ্ সভা দু'টিতে সভাপতিত্ব করেন।

শিল্প মালিক/এমপ্লয়ার্স মিটিং : ২৯ ডিসেম্বর উদ্দীপন টিভেট সেন্টারে শিল্প মালিক/এমপ্লয়ার্স মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিলো শিক্ষার উন্নতি, ছাত্র-ছাত্রীদের কারিগরি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও চাকুরির ব্যাপারে উৎসাহিত করা এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর জন্য আসা অদক্ষ বেকারদের টিভেট এর ভর্তির প্রচারণা সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া। সভায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, প্রতিষ্ঠানের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন। তারা শিক্ষার্থীদের চাকুরীর ব্যাপারে ও শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বেকারত্ব দুর করণের লক্ষ্যে এব্যাপারে একমত পোষন করেন এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

সম্পাদকীয় পরিষদ
আবদুছ সহিদ মাহমুদ, বিএসএএফ
ইফতেখার আহমেদ খান, ইসিএলবি

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ)
বাড়ি # ৪২/৪৩ (লেভেল # ২), রোড # ২
জনতা কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, রিং রোড, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন # (পিএবিএক্স) +৮৮-০২-৯১১৬৪৫৩, ফ্যাক্স # +৮৮-০২-৯১১০০১৭
E-mail: bsaf@bdcom.net; info@bsafchild.net Web: www.bsafchild.net

আর্থিক সহযোগিতায়
terre des hommes
stops child exploitation